তারিখ 6 FEB 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

চ্যালেঞ্জ করলেই মিলছে কাঙ্ক্ষিত ফল

■ সাব্বির নেওয়াজ

পাবলিক পরীক্ষার খাতা দেখায় পরীক্ষকদের চরম 'অমনোযোগিতা' ও 'অদক্ষতা'র প্রমাণ মিলেছে। গত ক'বছরের বিভিন্ন পরীক্ষার ফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ফল প্রকাশের পর খাতা চ্যালেঞ্জ করা হলে কোনো কোনো শিক্ষা বোর্ডের মোট পরীক্ষার্থীর শতকরা ১৫ ভাগের ফল পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষাবিদরা বলছেন, এ থেকে ধারণা করা যায়, পরীক্ষার্থীরা প্রকৃতপক্ষে কী শিখেছে তার সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে না। সর্বশেষ গত জেএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর চ্যালেঞ্জ করলে ৪২০০ শিক্ষার্থীর ফল পরিবর্তন হয়। পরিবর্তনের এই ফল প্রকাশ হয় গত ২৮ জানুয়ারি। খাতা চ্যালেঞ্জের পর নতুন করে নিরীক্ষা করা হলে জিপিএ ৫ পেয়েছে ১ হাজার ৪৭৭ পরীক্ষার্থী। ফেল থেকে পাস করেছে ৭৩১ জন।

খাতা দেখায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিচ্যুতির কথা স্বীকার করা হলেও তা খুব বেশি নয় বলে মনে করছেন আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের আহ্বায়ক ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. মাহবুবুর রহমান। তিনি সমকালকে বলেন, সার্বিকভাবে পরীক্ষক ও নিরীক্ষকরা সুচারুভাবে দায়িত্ব পালন করেন। দু'একটি ক্ষেত্রে বিচ্যুতি ঘটতে পারে। খাতা দেখার সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, একজন পরীক্ষককে ৫০০ খাতা দেখার জন্য মাত্র দু'সপ্তাহ সময় বেঁধে দেওয়া হয়। যথাযথ মূল্যায়নের জন্য এটি যথেষ্ট সময় নয়। কারণ, এই সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষককে তার নিজ কর্মস্থলে ক্লাস নেওয়া, পরীক্ষার দায়িত্ব পালন, খাতা দেখাসহ সব কাজই করতে হয়। এছাড়া খাতা দেখার সম্মানীও খুব কম। ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষক এবং মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার বাড়ৈখালী উচ্চবিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক জসিম উদ্দিন টুটুল সমকালকে বলেন, ১০০ নম্বর পূর্ণমানের প্রতিটি খাতা দেখার জন্য একজন পরীক্ষক পান মাত্র ২০ টাকা। আর ৫০ নম্বর পূর্ণমানের প্রতিটি খাতা দেখার সম্মানী মাত্র ১৪ টাকা। এর বাইরে একজন শিক্ষক বোর্ডে যাতায়াতের জন্য ভাড়া পান মাত্র ৪০০ টাকা। এ সম্মানী বাড়ানো উচিত।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, খাতা মূল্যায়ন সঠিকভাবে না হওয়ায় অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী তাদের প্রত্যাশিত ফল পাচ্ছে না। প্রাথমিক সমাপনীতে গোল্ডেন জিপিএ ৫ পাওয়া আইরিন আক্তার সানজিদার প্রত্যাশা ছিল অষ্টম শ্রেণি সমাপনীতে (জেএসসি) একই ফল পাবে সে। কিন্তু গেল বছর ২৯ ডিসেম্বর ফল প্রকাশ হওয়ার পর বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আবদুর রউফ রাইফেলস স্কুলে পড়ুয়া এই শিক্ষার্থীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার অবস্থা। 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে ফেল' এমন খবরে সে সংক্ষুব্ধ হয় এবং ওই বিষয়ের খাতা চ্যালেঞ্জ করে। তার আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে ২৮ জানুয়ারি প্রকাশিত পুনর্নিরীক্ষণের প্রকাশিত ফলে। অর্থাৎ ফেল করা আইসিটিতেও সব বিষয়ের মতো সে জিপিএ ৫ পেয়েছে। শুধু আইরিন নয়, তার মতো ৪ হাজার ২০০ শিক্ষার্থী খাতা চ্যালেঞ্জ করে তাদের প্রত্যাশিত ফলের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এর জন্য পরীক্ষকদের গাফিলতিকে দুষছেন সংশ্লিষ্টরা। ভবিষ্যতে খাতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আরও যত্নবান হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন শিক্ষক, অভিভাবক ও বোর্ডের কর্তাব্যক্তিরা।

পরীক্ষার্থীর খাতা দেখায় অবহেলা

অন্যদিকে গত ২৮ জানুয়ারি সাধারণ ৮টি ও মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডে খাতা চ্যালেঞ্জ করা জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষার্থীদের ফল প্রকাশ হয়। এর মধ্যে ৮টি সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে ৪ হাজার ২৫২ জনের ফল পরিবর্তন হয়েছে। ফেল থেকে ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৬

চ্যালেঞ্জ করলেই মিলছে

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

পাস করেছে ৭৩১ এবং নতুন করে জিপিএ ৫ পেয়েছে প্রায় ১ হাজার ৪৭৭ শিক্ষার্থী। সবচেয়ে বেশি ফল পরিবর্তন হয়েছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে। এই বোর্ডে ২৬ হাজার ৮৮৫ পরীক্ষার্থী ফল পুনর্নিরীক্ষণের জন্য আবেদন করলে ফল পরিবর্তন হয় এক হাজার ৫৭৮ জনের; ফেল থেকে পাস করেছে ২৩৮ জন আর নতুন করে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৪০৬ জন। এরপর দিনাজপুর বোর্ড রয়েছে দ্বিতীয় অবস্থানে। এই বোর্ডে ৮৭৫ জনের ফল পরিবর্তন হয়েছে। এর মধ্যে নতুন করে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৪৫৭ জন, ফেল থেকে ৫৩ জন পাস করেছে। তারপর রয়েছে কুমিল্লা বোর্ড। এই বোর্ডে ৩৫৪ জনের ফল পরিবর্তন হয়েছে। এরমধ্যে নতুন করে পাস করেছে ৭৬ জন, নতুন করে জিপিএ ৫ পেয়েছে ১৭১ পরীক্ষার্থী। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে ২৭৫ জনের ফল পরিবর্তন হয়েছে; নতুন করে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৪৬ জন; ফেল থেকে পাস করেছে ৫৪ জন। যশোর শিক্ষা বোর্ডে ফল পরিবর্তন হয়েছে ২০৫ জনের; ফেল থেকে পাস করেছে ৪৫ জন; নতুন করে জিপিএ ৫ পেয়েছে ১২২ জন। বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে ফল পরিবর্তন হয়েছে ৯২ জনের; নতুন করে জিপিএ ৫ পেয়েছে ২৬ জন; ফেল থেকে পাস করেছে ১২ পরীক্ষার্থী। সিলেট বোর্ডে ফল পরিবর্তন হয়েছে ১৪৬ জনের; ফেল থেকে পাস করেছে ৪২ জন; নতুন করে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৩৬ জন। এভাবে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে ৪৫৯ জনের ফল পরিবর্তন হয়েছে। এরমধ্যে ৫৮ জন ফেল থেকে পাস করেছে এবং নতুন করে জিপিএ ৫ পেয়েছে ১১৮ জন। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে জেডিসিতে ফল নিয়ে আপত্তি তুলেছিল চার হাজার ৬৪৬ শিক্ষার্থী, যাদের মধ্যে ফল পরিবর্তন হয়েছে ২৬৯ জনের। আগে ফেল করলেও এখন পাস করেছে ১৫৩ জন। নতুন করে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৯৫ জন।

বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সবচেয়ে বেশি ভুল পাওয়া গেছে বৃত্ত ভরাটে। অর্থাৎ পরীক্ষকরা যখন পরীক্ষার্থীর নম্বরপত্রের বৃত্ত ভরাট করেন তখন এই ভুল হয়ে থাকে। যেমন একজন শিক্ষার্থী ৮২ পাওয়ার পর তার মোট নম্বরপত্রের বৃত্ত ভরাট করতে গিয়ে পরীক্ষক ভরাট করেছেন উল্টো, অর্থাৎ ২৮। মানে জিপিএ ৫ পাওয়া এক শিক্ষার্থীকে ফেল করিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে খাতার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরের নাম্বারিং করতে গিয়ে ভুল হয়। দেখা যায়, একটির উত্তরের নম্বর হয়ত মোট নম্বরের সঙ্গে যোগই করা হয়নি। আবার যোগ করার সময় ১২টি প্রশ্নের উত্তরের প্রাপ্ত নম্বর যোগ করা হয়েছে। এভাবে ঠিকভাবে যোগ করার সময় পরীক্ষার্থীর মোট নম্বরও বেড়ে যায়। একজন পরীক্ষককে এক মাসের মধ্যে দেড় হাজার খাতা মূল্যায়ন করতে হয়। তাড়াহুড়ো করে ফল প্রকাশের কারণে খাতায় ব্যাপক ভুল হচ্ছে। যার মূল্য দিতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। নিরীক্ষায় তিন ধরনের ভুল ধরা পড়েছে। এক, কিছু খাতায় নম্বরের যোগফল ঠিক ছিল না। দুই, কিছু উত্তরের নম্বর যোগ করা হয়নি। আর তিন, ওএমআর ফরমে বৃত্ত ভরাটের ভুল।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তপন কুমার সমকালকে বলেন, পরীক্ষকদের গাফিলতির কারণে এমনটি হচ্ছে। পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে আদালত একটি নির্দেশনা দিয়েছেন। নতুন এই পদ্ধতি প্রয়োগ শুরু হলে ভুলের পরিমাণ কমে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। এবার জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় মোট ২৮ হাজার ৭৪১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ২৩ লাখ ৪৬ হাজার ৯৫৯ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। গত ২৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত ফলে পাস করেছিল ২১ লাখ ৮৩ হাজার ৯৭৫ জন। জেএসসিতে জিপিএ ৫ পেয়েছিল দুই লাখ ৩৫ হাজার ৫৯ জন। জেডিসিতে জিপিএ ৫ পেয়েছিল ১২ হাজার ৫২৯ জন। এ ব্যাপারে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ মাহবুব হাসান বলেন, খাতা দেখায় ভুল কমানোর জন্য একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করা গেলে ভুলের পরিমাণ কমে যাবে।